NOV 18 20[illegible]

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬......

২৫০

দৈনিক জনকণ্ঠ

বন্যাবিধ্বস্ত সাতক্ষীরায় ৩ হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত ॥ বোর্ড ফী দিতে অক্ষম, বই-খাতাও ভেসে গেছে

সাতক্ষীরা, ১৭ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ বন্যাবিধ্বস্ত সাতক্ষীরার ৩১টি ইউনিয়নের প্রায় ৩ হাজার ছাত্রছাত্রীর আগামী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এছাড়া বিধ্বস্ত এলাকার বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর বই-খাতা বানের পানিতে ভেসে গেছে। স্কুল ফী, বেতনসহ ফরম পূরণের জন্য ৫শ' টাকা হারে জমা দেয়া এ সকল ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য বলে শিক্ষক প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন। আগামী ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে

(১২ পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

বন্যাবিধ্বস্ত সাতক্ষীরায়

(১২-এর পাতার পর)

পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের শেষ সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ সকল বিপন্ন ছাত্রছাত্রীর ফরম পূরণে বোর্ড ফী মওকুফের জন্য সরকারের কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

সাতক্ষীরা জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে দু'টি উপজেলাসহ ৫টি উপজেলার বিরাট অংশ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী বন্যায় সাতক্ষীরায় ১ লাখ ১১ হাজার ৫৫টি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৬৬ হাজার ৭০টি বাড়ি বন্যায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। এ সকল বিধ্বস্ত বাড়ির বেশিরভাগ স্কুল-কলেজ পড় য়া ছাত্রছাত্রী তাদের পাঠ্যবই-খাতা বাঁচাতে পারেনি। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর বই-পুস্তক বন্যায় ভেসে গেছে।

দায়িত্বশীল সূত্র জনকণ্ঠকে জানায়, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিবছর সাতক্ষীরা জেলা থেকে প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ বছরও অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমপরিমাণ। বন্যায় বিধ্বস্ত সাতক্ষীরার ১ লাখ ৩৫ হাজার ৭শ' ১৮টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘরবাড়ি বিধ্বস্তের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে এ সকল বানবিধ্বস্ত পরিবারের। এরই মধ্যে আগামী ১৫ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় এ সকল পরিবারের সন্তানদের অংশগ্রহণে প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে স্কুলের বেতন, সেশন চার্জ, কোচিং ফীসহ ফরম পূরণের জন্য কমপক্ষে ৫শ' টাকা বোর্ড ফী। অনেক শিক্ষক নেতৃবৃন্দ জানান, স্কুলের বেতন ও সেশন চার্জসহ আনুষঙ্গিক ফীসমূহ স্কুল কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দিলেও বোর্ডের নির্ধারিত ফী জমা দেয়া বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার প্রায় ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী টাকা সংগ্রহ করতে না পারায় তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বোর্ড কর্তৃপক্ষসহ সরকারের কাছে তাদের পুত্রকন্যাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বোর্ড ফী মওকুফের আবেদন জানানো হয়েছে। অনেকেই এ বিষয়ে বিত্তবানদের সহযোগিতাও কামনা করেছেন।